মাতৃভাষা ও প্রবাস-প্রজন্ম

শামস্ রহমান

চলামান ট্রেনে পাশাপাশি বসা এক বিলেতী যখন অন্য আর এক বিলেতীকে জিজ্ঞেস করে – 'How far are you going?' এর উত্তর কি গণিতে না গন্তব্যে? যারা বিলেতী সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে পরিচিত তারা জানেন যে প্রশ্নটি মোটেই গণিতশাস্ত্রের নিয়মে পথ অতিক্রম করার বিষয়ভুক্ত নয়। বরং এটা গন্তব্য সংক্রান্ত প্রশ্ন।

অথবা কোন অস্ট্রেলিয়াবাসীর কাছে কোন অনুসন্ধানে গেলে, উত্তরে যখন বলে – 'I am afraid, I wouldn't be able to .....'। সঠিক উত্তর দিতে অপারক, ব্যাস্! এখানে আবার ভয়-ভীতির কথা কোথা থেকে এলো?

এগুলো এলোমেলো শোনালেও, এটাই ভাষা। ভাষা শুধুই ব্যাঞ্জন আর স্বর বর্ণের সংযোজনে সৃষ্টি শব্দমালাই নয়। তবে নিশ্চয়ই শব্দমালা কোন ভাষার কাঠামো গঠনের প্রধান উপকরণ। আর ভাষা, ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। মানুষের ভাবের উদয় হয় তার চিন্তা-চেতনা, ভাবনা এবং অনুভুতির মাঝে। তাই ভাষা শুধুই শব্দের পিঠে শব্দে সৃষ্ট বাক্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, এর বিস্তৃতি ব্যাপক।

আমরা যারা প্রথম-জেনারেশন অভিবাসী, তাদের কাছে ইংরেজি শব্দে সাজানো বাক্য বোধোদয় হওয়া সত্যেও, বাক্যের যথার্থতা অনুধাবনে অসম্পূর্ণতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। সে কারণেই অনেক সময় অস্ট্রেলিয়াবাসীদের ভাব-ভাষার আদান-প্রদান ঠাহর করা কষ্টকর হতে পারে। এক ভাষা থেকে অন্য আর এক ভাষায় শব্দের রূপান্তর ঘটলেও, ভাবের সঠিক রূপান্তর নাও ঘটতে পারে, যা contextual। সঠিক অর্থে না বোঝার মূলতঃ সেটাই কারণ। বহুল পরিচিত সেই ইংরেজি বাক্যটির কথাই ধরা যাক – 'The spirit is high but the flesh is weak'। এই বাক্যটি যখন রুশ ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে, ফের রুশ থেকে ইংরেজিতে প্রকাশ পায়, তখন এ রকম দাঁড়ায় – 'The wine is OK but the meat is rotten'। হয়তো এটি একটি আত্যন্তিক (extreme) উদাহরণ, তবে এখানে মূল বিষয় হচ্ছে ভাষার context।

মাটি-মানুষ, জলবায়ু ও সার্বিক পারিপার্শ্বকতা – এ সব নিয়েই তৈরি হয় context বা প্রাসঙ্গিক পরিবেশ। কোন ভৌগলিক ভুখন্ডের শব্দাবলী এবং সেই ভূখন্ডের মাটি-মানুষ, জলবায়ু অর্থাৎ সার্বিক পারিপার্শ্বকতার সমন্বয়ে সৃষ্ট যে মূর্ত-বিমূর্ত প্রকাশ, সেটাই ভাষা। Somerset Maugham'এর বিখ্যাত 'The Luncheon' গল্পটি অনেকেই নিশ্চয়ই পড়েছেন অথবা শুনেছেন। অতীতের ভালবাসার মেয়েটি প্যারিসের এক রেস্তোরায় বসে এস্পারাগাস্ (asparagus) অর্ডারের মাঝে যখন তার বন্ধুর পকেট শূন্য করে, তখন বুঝি এ খাদ্যদ্রব্যটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত দামী। তবে তার স্বাদ-গন্ধ উপলব্ধি বা রসাস্বাদন করিনি তখনো।

অন্যদিকে, 'চামচা', নিসিদ্ধ উপন্যাস 'The Satanic Verses'এর একটি প্রধান চরিত্র। শব্দটি একদিকে বিশেষ্য, অন্যদিকে বিশেষণ, যার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য উপমহাদেশের মাটি-মানুষ ও পারিপার্শ্বকতাকে ঘিরে তৈরি। সাহিত্যে প্রখ্যাত Booker Prize পুরষ্কার কমিটির একজন বিচারক হিসেবে, বিলাতের সাবেক লেবার পার্টির নেতা, Michael Foot যখন নিসিদ্ধ উপন্যাস 'The Satanic Verses'এর 'চামচা' চরিত্রটির ভূয়সী প্রশংসা করে, তখন সভাবতই প্রশ্ন জাগে – উপন্যাসে 'চামচা' শব্দ বা চরিত্রের সাথে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন Mr Foot কি উপমহাদেশের পাঠকের মত 'চামচা' চরত্রটি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন?

'চামচা' এবং 'এস্পারাগাস্' উভয় শব্দই context'এ ঘেরা – একটি উপমহাদেশীয়, অন্যটি ইউরোপীয়। ভাষা যদি মনের ভাব প্রকাশের বাহক হয়ে থাকে, তবে 'চামচার' বৈশিষ্ট এবং 'এস্পারাগাসের স্বাদ-গন্ধও ভাষার অঙ্গ। সময়ে, কোন ভাষার বর্ণমালার সংখ্যা বা বর্ণের উচ্চারণ সচরাচর না বদলালেও, মাটি-মানুষ ঘিরে পারিপার্শ্বকতা বদলায় - মানে context বদলায়। তাই ভাষাও বদলায়। সেই অর্থে ভাষা জীবন্ত। প্রবাস-প্রজন্ম আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই context থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। আর সেখানেই ভয়। তবে স্বীকার্য যে globalisation'এর হাওয়ায় context'এর পরিধি উত্তরোত্তর ব্যাপ্তির পথে। সেখানেই আশার আলো।

অস্বীকার্য যে, প্রবাস-প্রজন্মের মাঝে মাতৃভাষার প্রসার ঘটানোর ব্যাপারে 'আবেগ' কিছুটা হলেও কাজ করে থাকে। থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই আমার প্রাণ প্রিয় যুবকটি মধ্যরাতে ফোনে আমার 'তুমি কোথায়?' প্রশ্নের উত্তরে যখন বাংলায় বলে – 'এখনই ফিরছি', তখন আবেগে আপ্লুত হই। তবে কি প্রবাস-প্রজন্মের ভাষা শিক্ষা ও তার দৈন্দিন ব্যবহার কেবলই আবেগে তাড়িত? আবেগ কি এক ধরণের হস্তক্ষেপ (intervention)?

যে কোন ভূখন্ডের সামগ্রিক কর্মকান্ডের এক প্রধান উপকরণ ভাষা। সেদিক বিচারে নিশ্চয়ই ভাষার প্রভাব শুধুই যোগাযোগ কিংবা সাংস্কৃতিক অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ নয়, যা প্রতিনিয়ত প্রতীয়মান। তুলনামূলকভাবে অস্বচ্ছ হলেও, ভাষার একটি অর্থনৈতিক দিক আছে। যদি ভাষার context'এর সাথে 'অর্থনৈতিক' মাত্রার সংযোজন ঘটে, সেক্ষেত্রে প্রবাস-প্রজন্মের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রটি জটিল থেকে জটিলতর হয়।

অন্যদিকে, সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে 'বেগ' আসে 'চাহিদা-সরবরাহের' চক্রে। যদিও তা মানুষেরই সহজান প্রবৃত্তিরই প্রতিফলন, তথাপি এ এক কঠিন চক্র। তাই এ চক্রে প্রবর্তিত সমাজ মানবিক দৃষ্টকোণের 'ভাল-মন্দ' বিশ্লেষনের উর্ধে। মানবিক মাপকাঠিতে যাই দাঁড়াক না কেন, context'এ আবদ্ধ যুক্তিবাদের (rationalism) চক্র চলে তার নিজস্ব গতিতে। অতীতে কোন কোন ভুখন্ডে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ (intervention) থাকলেও, আজ তা শূন্যের কোঠায়। এ চক্র উপেক্ষা করে যারা গত সত্তুর থেকে নব্বই বছর ধরে লালন করেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্য চক্র, শেষাব্দি তারাও ভুল প্রমাণিত হয়েছে বাস্তবতার কাছে।

যদি 'বেগে' লাগে 'আবেগের' ছোঁয়া, সন্দেহ নেই, ভাটা পরে বেগে। সেটা অবশ্য বিশুদ্ধ বিশ্লেষনের নিরিখে দেখার প্রতিফলন কিংবা, zero-sum'এর আদলে বিশ্লেষিত সরল সমীকরণের ফলাফল। বাস্তবে, synergic প্রভাবও সম্ভব। তাই, বেগ-আবেগের সঠিক সমন্বয়ে সৃষ্ট ধারা প্রবাহিত হতে পারে 'দুয়ে-দুয়ে পাঁচে'র বেগে। এখানে সমন্বয়ই মূল কথা। তবে, সে সমন্বয় সময়ে ঘটবে, তার জন্য 'প্রতিক্ষা'? নাকি, সময়কে অতিক্রম করে সমন্বয় ঘটানো, তার জন্য 'প্রচেষ্টা'? সেটাই প্রশ্ন। অবিশ্বাস্য শোনালেও, উত্তর, মাটি-মানুষে তৈরি সেই context'এর মাঝেই আবদ্ধ।

Globalisation'এর প্রেক্ষাপটে প্রবাস-প্রজন্মের মাতৃভাষা শেখার বিষয়টি বাজার অর্থনীতির 'চাহিদা-সরবরাহের' চক্রে ভাবা যায় কি? নিঃসন্দেহে, প্রবাস-প্রজন্ম একটি শিক্ষিত সমাজ। কেউ চিকিৎসক, কেউ প্রকৌশলী, কেউ বা বিজ্ঞানী এবং অন্যান্য বিষয়ে দক্ষ। তাদের অনেকে বহুসাংস্কৃতিক দলের হয়ে যদি কখনো অস্ট্রেলিয়া থেকে কুমিল্লার মালঞ্চ গ্রামে চক্ষু- চিকিৎসার ক্যাম্প খুলে? যদি প্রবাস-প্রজন্মের কোন এক তরুণ চিকিৎসক কোন বৃদ্ধের চিকিৎসার ফাঁকে পূর্ব পুরুষের ভাষায় বৃদ্ধকে বলে – 'আমি এই গ্রামের মোহাম্মদ কলিমউদ্দিনের নাতনী'। 'হুনছো, মাইয়াডা কয় কি' বলে বৃদ্ধ যদি তরুণ চিকিৎসককে জড়িয়ে ধরে? এখানেও কি শুধুই আবেগ? নাকি, বেগ-আবেগের এক উত্তম সমন্বয়, যার ফলশ্রুতিতে বয়ে যেতে পারে 'দুয়ে-দুয়ে পাঁচে'র ধারা?

মেলবর্ণ, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২